বেগম রোকেয়া অ্যাকাডেমি

(নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী)

আবাসিক ও অনাবাসিক

প্রস্পেক্টাস

২০২০

পরিচালনায় ঃ

চাপড়া বেগম রোকেয়া এডুকেশনাল এন্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান

শ্রীনগর (চাপড়া), পোঃ বাঙ্গালঝি, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
দূরভাষ ঃ ৯১৫৩২১৫৩৪৯ / ৯৪৩৪৪৫০৮১২
৭৬০২৮০৭৪২৪ / ৮০০১৮৭৩৯০২

বেগম রোকেয়ার জন্মদিনের অনুষ্ঠান

নামাজ আদায়ে ছাত্রীরা

শিক্ষামূলক ভ্রমণে অযোধ্যা পাহাড়ে (পুরুলিয়া) অ্যাকাডেমির ছাত্রীরা

অ্যাকাডেমির প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ

বেগম রোকেয়া অ্যাকাডেমি

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান

(আবাসিক ও অনাবাসিক)

নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

প্রসপেক্টাস - ২০২০

-ঃ পরিচালনায় ঃ-

চাপড়া বেগম রোকেয়া এডুকেশনাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

Reg. No.- S/2L/58875

শ্রীনগর (চাপড়া), পোঃ বাঙ্গালঝি, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন — ৭৪১১২৩
দূরভাষ ঃ ৯১৫৩২১৫৩৪৯ / ৯৪৩৪৪৫০৮১২ / ৭৬০২৮০৭৪২৪ / ৮০০১৮৭৩৯০২

পথ নির্দেশ ঃ- কৃষ্ণনগর - করিমপুর রুটে যে কোনো বাসে শ্রীনগর মোড়ে নেমে দক্ষিণ দিকে ২ মিনিটের হাঁটা পথ।

পবিত্র কোরআনের বাণী থেকে

* নারীরা তোমাদের পুরুষদের জন্য বসনস্বরূপ এবং তোমরা পুরুষদের জন্য বসনস্বরূপ।
* নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না— যে পর্যন্ত তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে।
* নিশ্চয় মানুষের জন্য তাই রয়েছে যার জন্য সে চেষ্টা করে, তার পরিশ্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করা হবে।
* আত্মীয়-স্বজনকে তাঁদের হক হ'তে বঞ্চিত ক'রো না এবং দীন-দুঃখী ও মোসাফিরদেরকে দান-খয়রাত করবে।
* আত্মীয়-প্রতিবেশী এবং অন্যান্য প্রতিবেশীর প্রতি সৎ হও।
* যারা এ পৃথিবীতে অন্ধ অর্থাৎ যারা সত্য-মিথ্যা, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিচার করতে পারে না বা করে না, তারা পরকালেও অন্ধ থাকবে এবং তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বিপথগামী।
* বিশ্ববাসীরা একই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্গত। কাজেই দুই বিবদমান ভ্রাতার মাঝখানে আপস ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে দাও।
* ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ক'রো না।
* মানুষ ছিল এক জাতি, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে।
* প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে, অতঃপর তোমাদের সকলকেই আমার সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।
* তোমরা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কর এবং আত্ম সংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।
* মিথ্যার আবরণে সত্যকে সন্দেহ যুক্ত ক'রো না, আর জেনে শুনে সত্যকে লুকাবার চেষ্টা ক'রো না।
* তারাই সৎকর্মী যারা স্বীয় ক্রোধকে দমন করতে পারে এবং অপরকে ক্ষমা করতে পারে, যখন ক্ষমা করা বিধেয়।
* প্রকৃত সাহসী তারা, যারা সাহস না হারিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, বিপদে, দুঃখের মধ্যে, যুদ্ধক্ষেত্রেও।

একজন খাঁটি মানুষ কখনো অন্যকে ঘৃণা করে না।
— নেপোলিয়ান

বিশ্বনবী (সঃ)-এর বাণী থেকে

- বিদ্যার মতো চক্ষু আর নেই, সত্যের চেয়ে বড় তপস্যা আর নেই, আসক্তির চেয়ে বড় দুঃখ আর নেই, ত্যাগের চেয়ে সুখ আর কিছুতেই নেই।
- বিদ্যালাভ করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য।
- যে শিক্ষা গ্রহণ করে তার মৃত্যু নেই।
- একজন মূর্খ লোকের সারারাত এবাদতের চেয়ে, একজন শিক্ষিত ব্যক্তির একঘন্টা নিদ্রা শ্রেয়।
- যারা শিক্ষা লাভ করে এবং তদনুযায়ী কাজ করে, তারাই প্রকৃত বিদ্বান।
- যে ব্যক্তি বিদ্যান্বেষণে ঘরের বাইরে বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ'র পথে থাকে।
- যে শিক্ষিত ব্যক্তিকে সম্মান করে, সে আমাকে সম্মান করে।
- বিদ্যাশিক্ষার্থীগণ বেহশতের ফেরেশতাগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হবেন।
- দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান চর্চায় নিজেকে উৎসর্গ করো।
- বিদ্যা অর্জন করো; যে ব্যক্তি আল্লার পথে বিদ্যা অর্জন করে সে ধর্মকর্ম করছে। যে ব্যক্তি বিদ্যা আলোচনা করে, সে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করছে। যে বিদ্যা শিক্ষা দেয়, সে দান করার পুণ্যের অধিকারী হবে। যে জন উপযুক্ত পাত্রে বিদ্যা দান করে, সে আল্লার প্রতিভক্তি প্রদর্শন করে।
- সদর দরজা দিয়ে যে বেহেশতে যেতে চায়, সে তার পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করুক।
- মানবতার সেবায় যিনি নিজের জীবন নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারেন, তিনিই মহামানব।
- আল্লাহ'র আদেশ সমূহের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন এবং যাবতীয় সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি— এটাই ইসলাম।
- যার মধ্যে বিনয় ও দয়া নেই, সে সকল ভালোগুণ হ'তে বঞ্চিত।
- যে ধনী বিখ্যাত হবার জন্য দান করে, সে প্রথমে দোজখে প্রবেশ করবে।
- যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে, আল্লাহ তাকে তার শক্তি দেন; ধৈর্যের শক্তির মত বড় নেয়ামত আর কিছু নেই।
- যারা একমুখে দু'কথা বলে, তারা মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি।
- যে নামাজে হৃদয় নম্র হয় না, সে নামাজ আল্লাহ'র নিকট নামাজ বলেই গণ্য হয় না।

নীতিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কখনো অন্যায় করতে পারে না।
— শেখ সাদী

বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের রচনা থেকে

"আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে— একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা— উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে— সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমতঃ উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন— আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন। তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।"

পাগলামির মিশ্রণ ছাড়া কোন বড় প্রতিভা থাকতে পারে না ।
— এরিস্টটল

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে নজরুল ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণের অংশ বিশেষ

"ইসলামের প্রথম উষার ক্ষণে, সুবহ্-সাদেকের কালে যে কল্যাণী নারী শক্তিরূপে আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করে আমাদের শুধু সহধর্মিণী নয়, সহকর্মিণী হয়েছিলেন— যে নারী সর্বপ্রথম স্বীকার করলেন আল্লাহকে, তাঁর রসুলকে — তাঁকেই আমরা রেখেছি দুঃখের দূরতম দুর্গে বন্দিনী করে— সকল আনন্দের, সকল খুশির হিস্সায় মহরুম করে। তাই আমাদের সকল শুভ-কাজ, কল্যাণ-উৎসব আজ শ্রীহীন, রূপহীন, প্রাণহীন। তোমরা অনাগত যুগের মশাল বরদার— তোমাদের অর্ধেক আসন ছেড়ে দাও কল্যাণী নারীকে। দূর করে দাও তাঁদের সামনের ওই অসুন্দর চটের পর্দা— যে পর্দার কুশ্রীতা ইসলাম-জগতের, মুসলিম জাহানের আর কোথাও নেই। দেখবে তোমাদের কর্তব্যের কঠোরতা, জীবন-পথের দুরধিগম্যতা হয়ে উঠবে সুন্দরের স্পর্শে পুষ্প-পেলব। কর্মে পাবে প্রেরণা, মনে পাবে সুন্দরের স্পর্শ, কল্যাণের ইঙ্গিত। সম্মান দেওয়ার নামে এতদিন আমরা আমাদের মাতা-ভগিনী-কন্যা-জায়াদের যে অপমান করেছি আজও তার প্রাশশ্চিত্ত যদি না করি তবে কোনো জন্মেও এ জাতির আর মুক্তি হবে না।

তারও আগে তোমাদের কর্তব্য সম্মিলিত হওয়া, সংঘবদ্ধ হওয়া। যে ইখাওয়াৎ সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, যে একতা ছিল মুসলিমের আদর্শ, যার জোরে মুসলিম জাতি এক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবী জয় করেছিল, আজ আমাদের সে একতা নেই— হিংসায়, ঈর্ষায়, কলহে, ঐক্যহীন বিচ্ছিন্ন। দেয়ালের পর দেয়াল তুলে আমরা ভেদ-বিভেদের জিন্দাখানার সৃষ্টি করেছি; কত তার নাম — সিয়া, সুন্নি, শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, হানাফি, শাফি, হাম্বলি, মালেকি, লা-মজহাবি, ওহাবি ও আরও কত শত দল। এই শত দলকে একটি বোঁটায়, একটি মৃণালের বন্ধনে বাঁধতে পার তোমরাই। শতধা-বিচ্ছিন্ন এই শতদলকে এক শামিল করো, এক জামাত করো সকল ভেদ-বিভেদের প্রাচীর নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙে ফ্যাল।"

সবাই প্রশ্ন করতে পারে না। বুদ্ধিমানেরা প্রশ্ন করে, বোকারা তর্ক করে।
— বার্ট্রাণ্ড রাসেল

অধ্যাপক রেজাউল করীমের প্রবন্ধ 'ধর্ম ও সাহিত্য' থেকে –

সাহিত্য কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সামগ্রী নহে, কোনও ধর্ম্মের বাহনও নহে, সাহিত্যের দ্বারা মিশনারী প্রচারকের কাজ চলিবে না। সাহিত্যের নিজস্ব একটা ধর্ম্ম আছে, সাহিত্য কেবল তাহাই প্রচার করিবে। সুতরাং হিন্দু-সাহিত্য, মুসলিম সাহিত্য, খৃষ্টান-সাহিত্য প্রভৃতি কথার কোনও মূল্য নাই — উহা অলীক ও পরস্পর-বিরোধী ভাব। শেক্সপীয়ার, মিল্টন, শেলী, কীট্‌স্, ব্রাউনিং— ইহারা খৃষ্টান; কালিদাস, ভবভূতি, রবীন্দ্রনাথ — ইহারা হিন্দু; এবং সাদী, হাফেজ, ফের্‌দৌসী — ইহারা মুসলমান। কিন্তু ইহাদের রচিত সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ — তাহা খৃষ্টানেরও নয়, হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়। ধর্ম্মান্ধদের আদেশ মত যদি তাঁহারা খৃষ্টান বা হিন্দু সাহিত্য অথবা মুসলমান সাহিত্য রচনা করিতেন, তবে তাঁহারা সর্ব্বক্ষয়কারী কালের করাল-গ্রাসে পতিত হইতেন। আজ কেহই তাঁহাদের নামও জানিত না। ধর্ম্ম-প্রচারক ও মিশনারীদের প্রচারিত শত শত পুস্তক বাজারে অতি সস্তায় বিক্রীত হইয়া থাকে— কিন্তু কে তাহাদের সন্ধান রাখে, আর কে-ই বা তাহা পাঠ করে? অথচ মহাকবি ও শ্রেষ্ঠ লেখকগণের সাহিত্য জগতের সর্ব্বত্র চির-আদৃত হইয়া থাকে। বিশেষ কোনও দেশ ও বিশেষ কোনও ব্যক্তি হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি হইলেও তাহা প্রচারিত ও প্রকাশিত হইবামাত্রই হইয়া পড়ে নিখিল জগতের সম্পত্তি। তাহা কাহারও একার সম্পত্তি নহে। একজন মুসলমান কালিদাস পড়িয়া যে আনন্দ পাইবে, একজন হিন্দু হাফেজ-রুমি পড়িয়া সেইরূপ আনন্দ পাইবে— এখানে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বাছবিচার নাই। সুতরাং ধর্ম্মকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ না করিয়া সঙ্কীর্ণভাবে গ্রহণ করিলে, আমরা বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিব, ধর্ম্মের সহিত সাহিত্যের কোনও সংস্রব নাই। আমরা কথায় কথায় এই যে মুসলিম-সাহিত্যের দাবী করিয়া থাকি, তাহা যদি প্রকৃত সাহিত্যই হয়, তবে তাহা আর মুসলিম-সাহিত্য থাকিবে না, তাহাও হইয়া পড়িবে বিশ্ব-সাহিত্য। প্রেরণার আবেগে না লিখিয়া যদি কাঠ্-মোল্লাদের ফরমায়েস মত, তাহাদের বাহবা পাইবার জন্য কিছু লিখিয়া থাকি, তবে তাহা মুসলিম-সাহিত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা সাহিত্যের খাস-দরবারে একদণ্ডও টিকিবে না, তাহা কালের অতল-তলে তলাইয়া যাইবে।

আমরা চাই প্রথম শ্রেণীর লেখকের মত মুসলমানের লেখনী হইতে প্রকৃত সাহিত্য রচিত হউক্। কিন্তু তাহা কাহারও নির্দ্দেশক্রমে নয়, সময়ের প্রয়োজনে নয়, অর্থের প্রলোভবনেও নয়; তাহা হইবে অন্তরের প্রেরণা হইতে। সভা করিয়া নির্দিষ্ট পথে রচনার গতিকে বাঁধিয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে লিখিতে লেখকবর্গকে বাধ্য করিলে তাহাদের লেখনী হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা সাহিত্য হইবে না। সাহিত্য হইবে মানুষের সরল ও অবাধ মনের সহজ বিবৃতি; অবাধ মুক্ত-হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসাহিত প্রাস্রবণ; — মনের ও বিবেকের দাসত্ব সেখানে থাকিবে না, প্রথা ও রীতির বন্ধন সেখানে থাকিবে না, ধর্ম্মান্ধতা ও সাম্প্রদাযিকতার ভীতি সেখানে ক্রিয়া করিবে না। থাকিবে শুধু লেখকের স্বচ্ছ মনের অনাবিল ভাবধারা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহিত্য লেখকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তি যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে মানুষ হয়, সে তাহা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। সে নিজের অভিজ্ঞতাকে মধুরভাবে সাহিত্যে প্রকাশ করে। তাহাতে সাহিত্য যতটা নিবিড়, সহজ ও স্বাভাবিক হয়, কোনরূপ কৃত্রিমতার চাপে সেরূপ হইতে পারে না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তিনি, যিনি অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব পরিহার না করিয়াও এমন এক লোকে আসিয়া উপস্থিত হন, যাহা স্থান ও কালের সীমা দ্বারা আবদ্ধ নহে। গ্যেটে, কালিদাস, হোমার, শেক্সপীয়ার সেই শ্রেণীর সাহিত্যিক। তাঁহাদের রচনার মধ্যে একটা সার্ব্বজনীন ভাব আছে — তাঁহারা কৃত্রিমতার দ্বারা আবিষ্ট হন নাই। স্বাধীনতা তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ। সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আবদ্ধ হইলে, সেরূপ সাহিত্য কেহই রচনা করিতে পারে না। তজ্জন্য চাই স্বাধীনতা, অকৃত্রিম আদর্শ, বিশ্বপ্রেমের প্রেরণা ও সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মনোবৃত্তির মুক্তি। মুসলমান যদি এই দিকে মনোনিবেশ করে, তবে তাহার কালচার, সভ্যতা ও ধর্ম্ম কিছুই নষ্ট হইবে না, অথচ সে সৃষ্টি করিতে পারিবে সুমহান বিশ্ব-সাহিত্য।

মিস ফজিলতুন্নেসার প্রবন্ধ 'নারী–জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ'-এর অংশ বিশেষ

এই আলোচনায় আমরা শুধু এইটুকুই দেখব যে, আধুনিক শিক্ষার প্রচলনের পূর্বে নারী এই সুখ দুঃখ প্রভৃতি নানারসে ভরা জীবনকে কিভাবে পেয়েছিল এবং এই শিক্ষার 'আলোকে উদ্ভাসিত নবীন চেতনার সাহায্যেই বা তাঁরা তাঁদের জীবনকে কিভাবে পাচ্ছেন। এখানেই মতান্তরের সৃষ্টি। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদকে দূরে রেখে কিছুক্ষণের জন্য আমরা ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখব।

স্রষ্টা আদমকে সৃষ্টি করলেন, কিন্তু বেহেস্তে আদম মনের সুখে থাকলেও কিসের এক অজানিত অভাবে তিনি ম্রিয়মান হয়ে থাকতেন। তখন অভাব পূরণ করা হল যাকে দিয়ে তিনি হলেন আনন্দরূপিণী নারী। এক্ষেত্রে নর-নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসাবে যদি আমরা বলি যে 'নারী ও পুরুষ পরস্পরের **complement**, একে অন্যের নয় **substitute**' তাহলে বোধহয় আপনার অস্বীকার করবেন না।

তারপরই আমাদের যে-সবচেয়ে পুরান ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দেখি যে নর-নারী জীবনযাত্রার পথে সৃষ্টির এই মূল উদ্দেশ্যটি ভুলে যাননি। গৃহের অভ্যন্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই-নর-নারী পরস্পরের সঙ্গী। শিক্ষার ক্ষেত্রে তচাদের জ্ঞান, চিন্তা ও সৃষ্টির স্রোত পাশাপাশি বয়ে চলেছে। কর্মের ক্ষেত্রেও তাই। প্রয়োজন অনুসারে হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারো দায়িত্ব বেশী রয়েছে, কিন্তু কোথাও একের জীবন অন্যের জীবনের বিকাশে পরিপন্থী হয়ে উঠছে না। কি এক অপূর্ব চেতনা তাদের জীবনকে রসে, গন্ধে, গানে ভরে দিয়ে পূর্ণ করে, সুন্দর করে তুলেছে। কিন্তু এই বিশিষ্ট চেতনার জ্যোতি চিরদিন এমনি উজ্জ্বল রইল না। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে যে শিক্ষা পদ্ধতি তাদের উপলব্ধি এনে দিয়েছিল, সে পদ্ধতি ধীরে ধরে আবিল হয়ে এল, তাতে আর প্রাণ রইল না — রইল শুধু আচার-বিচারের বাহ্যিক আবরণ। তাই ধীরে ধীরে সে চেতনাও ম্লান হতে হতে একেবারেই নিভে গেল। যে শিক্ষার প্রভাবে একটি অপরূপ চেতনা নর-নারীর জীবনকে সুখময় করে তুলেছিল, সে-শিক্ষাও সে-চেতনা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল।

আজ সে যুগের অবসান হয়েছে, আজ নবীন ভাবের নব নব বন্যা জগতের মানবহৃদয়ে প্রবাহিত। এই স্রোতের বেগ কোনো দেশই একেবারে রুদ্ধ করতে পারেনি। তাই এর আলোড়ন আমাদের এই নিশ্চেষ্ট অসাড় নারী জীবনেও অনুভূত হচ্ছে। এই ভাবের প্রধান বাহন হয়েছে আধুনিক শিক্ষা। এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, এই আলোড়নের ফলে নারী কি পেয়েছে?

সে-কথাটাই আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সকল মতবাদ আলোচনা করে বলতে পারি। আমি বলতে চাই যে এই শিক্ষা নারীকে পূর্ণতা দিতে না পারলেও মুক্তি দিতে না পারলেও পুনর্জন্ম দিয়েছে। সে আপনার প্রাণের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিল, তাকে সেই বেঁচে থাকবার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে। এই তার সার্থকতা। নারী জীবনের আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ-লাভে নারী-জীবন বর্তমানে সব রকমেই মধুর ও সুষমামণ্ডিত হয়েছে। আমি জানি যে এই শিক্ষার মধ্যে ত্রুটি অনেক আছে এবং এ শিক্ষার সংস্পর্শে এসে অনেক জীবনই বিপরীত পথে চালিত হয়েছে। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে এ শিক্ষা সার্বজনীন ভাবে নারীকে তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন করেছে। তাকে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের রস গ্রহণ করতে শিখিয়েছে; তাই এর আস্বাদ আমাদের কাছে বড় মধুর। আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ নারী জীবনে যে, জাগরণের সাড়া এনে দিয়েছে সেজন্যই আমি তাকে বরণীয় বলে, কাম্য বলে আহ্বান করি।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, এ শিক্ষা নারীকে অন্তর্মুখী হতে না শিখিয়ে বহির্মুখী করে তুলেছে—নারীর একমাত্র কর্মক্ষেত্র গৃহাভ্যন্তর হতে তাকে বাইরে নিয়ে এসেছে। এতে নারী জীবনের আসল উদ্দেশ্য সফল হতে পারছে না। কিন্তু আমার মনে হয় এ তর্ক এখানে না তুললেও চলে। মানুষকে মনুষ্য পদবাচ্য করতে সাহায্য করাই শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে সর্বাঙ্গসুন্দর কোনোরকম সম্পূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি আজ পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি। এবং হয়তো ভবিষ্যতেও পাওয়া সহজ হবে না। কাজেই যে-শিক্ষা আংশিক-রূপেও সে উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়েছে সেটা কি নারী কি পুরুষ, সবার জীবনেই সার্থক। তাই যে শিক্ষা-নারীকে এত বড় অনুভূতি এনে দিয়েছে তাকে নারী জীবনে নিরর্থক বলে অবহেলা করব কোন সাহসে? হয়তো সে-শিক্ষা ঠিক পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করে নাই কিন্তু তবুও তো সে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে দিয়েছে। প্রাণে যখন সাড়া এসেছে, তখন আজ হোক, দুদিন পর হোক, ঠিক পথ তারা খুঁজে নেবেই। এত বড় দানকে কি অগ্রাহ্য করা যায়?

আমাদের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

আস্‌সালামো আলাইকুম,

সমাজ সচেতন শিক্ষাদরদী ভাই ও বোনেরা,

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমতে বেগম রোকেয়া অ্যাকাডেমি দশটি শিক্ষাবর্ষ অতিক্রম করে একাদশতম শিক্ষাবর্ষে পদার্পণ করছে আগামী ১লা জানুয়ারী ২০২০-তে। বিগত দশ বছরের সাফল্যাসাফল্যের খতিয়ানের উপর আমরা যেমন নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ণে রত আছি তেমনই সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আমরা অনুরোধ রাখছি যে, তাঁরা যেন আমাদের ত্রুটিগুলো চিহ্নিত ক'রে সেগুলোকে সংশোধনের সুযোগ করে দেন।

সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর সর্বত্র নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। পিছিয়ে নেই আমাদের ভারতবর্ষও। অথচ প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ইসলামই সর্বপ্রথম নারীদেরকে পুরুষদের সমান অধিকার দিয়েছে। সেই কালেই পবিত্র কোরাণের মাধ্যমে সর্ব শক্তিমান আল্লার নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে নর ও নারী উভয়ে উভয়ের বসন-স্বরূপ। প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য—এ নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা ।আমরা করিও তবে তা আমাদের পছন্দমত সাজিয়ে নিয়ে, ফলে নারীর সত্যিকারের যে ভূমিকা আমাদের সমাজ-জীবনে থাকার কথা তা সব সময় বা সর্বত্র থাকে না। আর থাকে না বলেই মহিয়সী বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত বা তাঁর সম ভাবনার নারী-পুরুষকে আক্ষেপ করতে হয় যুগের পর যুগ ধরে। এই আক্ষেপ নিরসনে সামান্য হলেও একটি ভূমিকা নেওয়ার উদ্দেশ্যেই বেগম রোকেয়া অ্যাকাডেমির জন্ম। এমন একটি মহান প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হতে পেরে আমরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি।

এ যাবৎ ছাত্রীদের যে ছয়টি ব্যাচ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে তাঁদের মধ্যে বেশীরভাগ জনেরই অর্জিত সাফল্য অতীব সন্তোষজনক। এর মধ্যে ২০১২ সালে যেমন অ্যাকাডেমি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ব্যাচে সাতজন ছাত্রীর মধ্যে একজন স্টার সহ সাতজন ছাত্রীই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল, ঠিক তেমনিই ২০১৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ব্যাচ হিসাবে ১৪ জন ছাত্রীর মধ্যে ৫ জন স্টার সহ ১৩ জনই- প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ফলে অ্যাকাডেমির মর্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই ।

বেগম রোকেয়া অ্যাকাডেমিকে উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে আগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা সম-ভাবনার অনেক মহান মানুষকে সঙ্গে পেয়েছি। নিকট ভবিষ্যতে আপনাকে বা আপনাদেরকে এই মহান ব্রতে ব্রতী হ'তে দেখব— এ আশা আমরা করতেই পারি।

সমাজোন্নয়ন ও তার অগ্রগতি নিয়ে ভাবনা একজনের বা কয়েকজনের কাজ নয়— এ কাজ সমষ্টির। আসুন আমরা সকলে বেগম রোকেয়া অ্যাকাডেমির আঙিনায় সমবেত হয়ে কয়েকটি কদম এক সাথে ফেলার চেষ্টা করি। যদি তা সম্ভব হয় তাহলে সাফল্য আমাদের আসবেই— ইনশাল্লাহ্।

ধন্যবাদান্তে —

মহঃ খাদেমুল ইসলাম
সভাপতি

আজিজ মণ্ডল
সম্পাদক

যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় কাজের পত্তন করে, তার স্বীয় জীবনের উপর তা প্রত্যাবর্তন করে। — হজরত আলী (রাঃ)

শিক্ষিকা-শিক্ষক মণ্ডলী

মাধ্যমিক বিভাগ

১.	খয়রুদ্দিন সেখ	ঃ	এম. এ.(ভূগোল), বি. এড., পি.জি.ডি.সি.এ (ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক)
২.	বসিরউদ্দিন সেখ	ঃ	এম. এ.(ইংরাজি), বি. এড.।
৩.	সেলিম মহলদার	ঃ	এম. এ.(ইংরাজি), বি. এড.।
৪.	মঞ্জু খাতুন	ঃ	এম. এ.(বাংলা), বি. এড.।
৫.	তাজমিনা খাতুন	ঃ	এম. এ.(রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বি. এড.।
৬.	বেনজিরা খাতুন	ঃ	এম. এ.(ডিপ্লোমা ইন-টেলারিং), বি. এড.।
৭.	আশরাফুল কারিকর	ঃ	বি. এস.সি (অনার্স-গণিত), ডি. এল. এড।
৮.	আসিফ আলম মণ্ডল	ঃ	বি. এ.(শারীরশিক্ষা), বি.পি.এড., পি.জি.ডি.সি.এ।
৯.	রাজু মণ্ডল	ঃ	বি. এস.সি (অনার্স- পদার্থবিদ্যা), বি. এড.।
১০.	রোজিনা বিশ্বাস	ঃ	বি. এস.সি (অনার্স- প্রাণীবিদ্যা), বি. এড.।
১১.	প্রশান্ত ব্যানার্জী	ঃ	এম. এ.(বাংলা), বি. এড.।
১২.	সাবিনা খাতুন	ঃ	এম. এস.সি (ভূগোল), বি. এড.।
১৩.	মুন্নী খাতুন	ঃ	এম. এ.(ইতিহাস), বি. এড.।
১৪.	সৈয়দ মোস্তাফা হালসানা	ঃ	এম. এ.(ইতিহাস), বি. এড.।
১৫.	মহঃ হুমায়ূণ কবীর	ঃ	এম. এ.(শিক্ষাবিজ্ঞান), বি. এড.।

অতিথি বিভাগ

১.	ফারুক গাজী	ঃ	এম. এস. সি .(গণিত), বি. এড.।
২.	মহঃ শহীদুর রহমান	ঃ	বি. এস.সি (অনার্স- পদার্থবিদ্যা), বি. এড.।
৩.	অধ্যাপক সফিকুল ইসলাম	ঃ	এম. এ.(দর্শন), বি. এড.।
৪.	অধ্যাপক বিপ্লব বিশ্বাস	ঃ	এম. এ. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বি. এড.।
৫.	অধ্যাপিকা সাহানা খাতুন মণ্ডল	ঃ	এম. এ. (ইংরাজি), বি. এড.।
৬.	অভিষেক সরকার	ঃ	এম. এস. সি. (গণিত), বি. এড.।
৭.	আমিনুল হালসানা	ঃ	এম. এ.(ইংরাজি), বি. এড.।

প্রাথমিক বিভাগ

১.	সাহানারা খাতুন	ঃ	বি. এ. (ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা), ডি. এল. এড।
২.	সাহানারা পারভিন	ঃ	এইচ. এস., ডি. এল. এড।
৩.	রাখিয়া খাতুন	ঃ	এম. এ.(বাংলা), ডি. এল. এড।
৪.	লীনা খাতুন	ঃ	এম. এ.(বাংলা), ডি. এল. এড।
৫.	ক্যামেলিয়া খাতুন	ঃ	এইচ. এস., ডি. এল. এড।
৬.	রিঙ্কু খাতুন	ঃ	এম. এ.(ইতিহাস), বি. এড.।

যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম বেগম রোকেয়া অ্যাকাডেমির উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে যুক্ত আছে—

১. **জনাব আব্দুল ওহাব মণ্ডল** — ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী, নতিডাঙ্গা, নদীয়া।
২. **জনাব নুরুল ইসলাম মণ্ডল** — ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী, নতিডাঙ্গা, নদীয়া।
৩. **জনাব ডাঃ আমানুল্লা মণ্ডল** — চিকিৎসক ও সমাজসেবী, জয়নগর, হরনগর, নদীয়া।
৪. **জনাব রাজিকুল ইসলাম** — অধ্যাপক ও সমাজসেবী, বিশোর, বীরভূম।
৫. **জনাব মকবুল সেখ** — সমাজসেবী, দাঁতোরা, বীরভূম।
৬. **জনাব আলাউদ্দীন মণ্ডল** — শিক্ষাকর্মী ও সমাজসেবী, বিশোর, বীরভূম।
৭. **জনাব আজিজ মণ্ডল** — অধ্যাপক ও সমাজসেবী, বাণেশ্বরপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
৮. **জনাব শুভায়ুর রহমান** — সমাজসেবী ও সাংবাদিক, দৈনিক কলম, বারুইপাড়া, নদীয়া।
৯. **জনাব আস্‌রাফ আলি মণ্ডল** — জীবন বীমা কর্মী ও সমাজসেবী, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরগণা।
১০. **জনাব আব্দুল হান্নান** — শিক্ষক ও সমাজসেবী, ঘাট-শিমুলিয়া, উঃ ২৪ পরগণা।
১১. **জনাব হামিদুল হক** — সমাজসেবী, চৌবেড়িয়া, উঃ ২৪ পরগণা।
১২. **জনাব নাসির উদ্দিন মণ্ডল** — সমাজসেবী, চৌবেড়িয়া, উঃ ২৪ পরগণা।
১৩. **জনাব রেজেন আলি সেখ** — ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী, সাঁকাটী, আটঘড়িয়া, বর্ধমান।
১৪. **জনাব লিয়াকত আলি মল্লিক** — ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী, সাঁকাটী, আটঘড়িয়া, বর্ধমান।
১৫. **জনাব সুলতান হোসেন** — শিক্ষক ও সমাজসেবী, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
১৬. **জনাব হুমায়ুন কবির** — শিক্ষক ও সমাজসেবী, আমতলা, মুর্শিদাবাদ।
১৭. **জনাব জুলফিক্কার আলি মণ্ডল** — শিক্ষাকর্মী ও সমাজসেবী, উলাশি, নদীয়া।
১৮. **জনাব ইনামুল হক গোলদার** — শিক্ষক ও সমাজসেবী, উলাশি, নদীয়া।
১৯. **জনাব ওম্বর আলি বিশ্বাস** — অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও সমাজসেবী, শালিগ্রাম, নদীয়া।
২০. **জনাব আলি হোসেন** — অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজসেবী, গোড়ভাঙ্গা, হাগনাগাড়ী, নদীয়া।
২১. **জনাব মজিবর রহমান** — ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী, চন্দনপুর, , নদীয়া।
২২. **জনাব আওলাদ হোসেন** — দলিল লেখক ও সমাজসেবী, সাদীপুর, নদীয়া।
২৩. **জনাব গোলাম রহমান বিশ্বাস** — অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজসেবী, হাইতাপাড়া, টোপলা, নদীয়া।
২৪. **জনাব মইনুদ্দীন মণ্ডল** — ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী, হাগনাগাড়ী, নদীয়া।
২৫. **জনাব মহম্মদ রফি আমেদ** — লেখাপড়া, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ।
২৬. **জনাব রেহমান সেখ** — শিক্ষক ও সমাজসেবী, পলাশী, নদীয়া।

২৭. **সেখ আবদুল্লাহ** — ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী, ব্যাংডুবি, সুতি, মুর্শিদাবাদ।
২৮. **জনাব হাবিবর রহমান** — ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী, ফুলবাড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর।
২৯. **জনাব আব্দুল মজিদ সরকার** — সমাজসেবী, হজরতপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।
৩০. **জনাব আলীবর্দ্দিন সেখ** — শিক্ষক ও সমাজসেবী, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।
৩১. **জনাব ফারুখ সেখ** — শিক্ষক ও সমাজসেবী, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।
৩২. **জনাব রবিউল সেখ** — শিক্ষক ও সমাজসেবী, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।
৩৩. **জনাব সমিউল ইসলাম** — শিক্ষক ও সমাজসেবী, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।
৩৪. **জনাব মহবুল আলম (রাহুল)** — ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার।
৩৫. **জনাব মতিয়ার রহমান** — শিক্ষক ও সমাজসেবী, গোলে নাঁওহাটি, শীতলকুচি, কোচবিহার।
৩৬. **জনাব আব্দুল হালিম** — সমাজসেবী, গোলে নাঁওহাটি, শীতলকুচি, কোচবিহার।
৩৭. **জনাব মজিবর রহমান** — অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজসেবী, ওকরা বাড়ি, দিনহাটা, কোচবিহার।
৩৮. **জনাব সাহির আলি আহমেদ** — সমাজসেবী, মুন্সিরহাট, ওকরা বাড়ি, কোচবিহার।
৩৯. **জনাব রিয়াজুল হক** — গাইডেন্স এডুকেশনাল হাব, মুন্সিরহাট, ওকরা বাড়ি, কোচবিহার।
৪০. **জনাব মাহিদুর সরকার** — সমাজসেবী, দুর্গাপুর, তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর।
৪১. **জনাব সরিফুদ্দিন**— শিক্ষক ও সমাজসেবী, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।
৪২. **জনাব আফসার আলী** — কুসমুন্ডি বুক স্টল, কুসমুন্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।
৪৩. **জনাব আখতারুল হোসেন মল্লিক** — ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী, থানারপাড়া, নদীয়া।
৪৪. **জনাব মিজানুর রহমান** — ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী, বয়রা, উত্তর ২৪ পরগণা।
৪৫. **জনাব আরফান আলি** — ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী, দেবগ্রাম, কাটোয়ামোড়, নদীয়া।
৪৬. **জনাব আনারুল সেখ** — তেঁতুলবেড়িয়া, নদীয়া।
৪৭. **জনাব ক্বারী রেজাউল করিম** — বীরপুর, নদীয়া।
৪৮. **জনাব শের আলী সেখ** — ধনঞ্জয়পুর, নদীয়া।
৪৯. **জনাব আব্দুল আজিজ বিশ্বাস** — শুভরাজপুর, নদীয়া।
৫০. **জনাব নূর হোসেন** — মধ্য রাঙ্গুলি বাজনা, আলিপুরদুয়ার।
৫১. **জনাব মহঃ আলাউদ্দিন** — ছোট চৌধুরিপাড়া, জলপাইগুড়ি।
৫২. **জনাব ডাবলু হোসেন** — গিতালদহ, কোচবিহার।
৫৩. **জনাব রায়হানুল হক** — রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

'ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই যে, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। — জর্জ বার্ণার্ড শ'

বৈশিষ্ট্য

১। নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা।
২। নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত অনাবাসিক ও সহ শিক্ষামূলক।
৩। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অনাবাসিক ও আবাসিক এবং কেবলমাত্র ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা।
৪। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও পঃ বঃ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা।
৫। **জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির ভর্তির ব্যবস্থা।**
৬। **মেধাবী, অসহায় ও দুঃস্থদের বিশেষ সুবিধা প্রদান।**
৭। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলীর দ্বারা পঠন-পাঠন ও কোচিং-এর ব্যবস্থা করা।
৮। মনোরম পরিবেশে থাকা ও সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা।
৯। প্রতিটি ছাত্রীর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।
১০। পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা।
১১। প্রতি তিন মাস অন্তর অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত করা।
১২। অঙ্কন, খেলাধূলা, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।
১৩। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে সাধারণ জ্ঞান, সিলেবাস বহির্ভূত অংক শেখা ও স্পোকেন ইংলিশ-এর ব্যবস্থা করা।
১৪। শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা।
১৫। ইসলামি আদব কায়দা বজায় রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
১৬। ২০২০ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের জন্য সীমিত সংখ্যক আসনে একাদশ (কলা ও বিজ্ঞান) শ্রেণিতে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা।

উদ্দেশ্য

১। অনগ্রসর, পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে গ্রাম বাংলার মেধাবী শিক্ষার্থীদের আধুনিক উচ্চশিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করা।
২। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা।
৩। শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও চারিত্রিক বিকাশ সাধন করা।
৪। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের মধ্যে দিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ইস্কুল প্রতিষ্ঠার মত মহৎ ও কল্যাণের কাজ আর দ্বিতীয়টি নেই।
— এলিজা কুক।

নিয়মাবলী

* প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন প্রতিটি ছাত্রীকে মেনে চলতে হবে।
* প্রতিটি ছাত্রীর প্রভাতকালীন প্রার্থনায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।
* আবাসিকদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে অংশ নিতে হবে।
* বিনা অনুমতিতে বাইরে যাওয়া যাবে না।
* প্রতি মাসের হোস্টেল চার্জ ও অন্যান্য চার্জ মাসের প্রথম সপ্তাহে জমা দিতে হবে।
* কেবল রবিবার ছাড়া অভিভাবকরা ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।
* মোবাইল ফোন কাছে রেখে ব্যবহার করা যাবে না।
* অ্যাকাডেমির সমস্ত নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা বাধ্যতামূলক।
* শৃঙ্খলাভঙ্গের শাস্তি প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়ন।

বিদ্যালয়ের পোষাক

* সাদা সালোয়ার (নীচের অংশ), কামিজ (উপরের অংশ) ঃ সাদার উপর নীল চেক।
* হিজাব ঃ সাদা-নীল (চেক), সোয়েটার ঃ নীল কালার ফুলহাতা।

প্রাথমিক বিভাগ —

ছেলেদের ঃ সাদা হাফপ্যান্ট, সাদার ওপর নীল চেক জামা।
মেয়েদের ঃ সাদা স্কার্ট, সাদার ওপর নীল চেক জামা।
সোয়েটার ঃ নীল কালার ফুলহাতা।

বার্ষিক ছুটির তালিকা

গ্রীষ্মাবকাশ	১০ দিন	শারদোৎসব	৬ দিন
ঈদ-উল-ফিতর	১২ দিন	ঈদ-উল-আয্হা	৬ দিন
অন্যান্য	১১ দিন	মোট	৪৫ দিন

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাসের অমর্যাদা করো না।
— থিওডোর রুজভেল্ট

আবাসিক ছাত্রীদের দৈনন্দিন কর্মসূচি

১।	ভোরে ঘুম থেকে ওঠা	৪.২৫ মি.
২।	ফজরের নামাজ	৪.৫০ মি.
৩।	প্রভাতকালীন প্রার্থনা	৫.০০ মি.
৪।	কোরান ও হাদিসের আলোচনা	৫.০৫ মি. হতে ৫.৩০ মি.
৫।	সকালের টিফিন	৬টা হতে ৬.১৫ মি.
৬।	সকালের পড়াশুনা ও কোচিং	৬.১৫ মি. হতে ৯.১৫ মি.
৭।	সকালের স্নান ও খাওয়া	৯.১৫ মি. হতে ১০.১৫ মি.
৮।	বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন শুরু	১০.৩০ মি.
৯।	জোহরের নামাজ (টিফিনের সময়)	১.২৫ মি.
১০।	বিদ্যালয়ের শ্রেণি শিক্ষা শেষ	৩.৩০ মি.
১১।	বৈকালিন আহার	৩.৩৫ মি.
১২।	আসরের নামাজ	৪.৪০ মি.
১৩।	খেলাধূলা ও সংস্কৃতি চর্চা	৫.৫০টা হ'তে ৬.০০ টা
১৪।	মাগরিবের নামাজ	৬.২০ মি.
১৫।	সান্ধ্যকালীন টিফিন	৬.২৫ মি.
১৬।	রাত্রীকালীন পড়াশুনা ও কোচিং	৬-৩০ মি. হতে ৯.৩০ মি.
১৭।	এশার নামাজ	৯.৪৫ মি.
১৮।	রাত্রির আহার	১০.০০ টা
১৯।	শয়ন	১০.৩০ মি.

— ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সময়সূচি পরিবর্তিত হবে। —

আপনি কিভাবে সহযোগিতা করতে পারেন

- ❑ আপনার কন্যাকে ভর্তি পরীক্ষায় বসিয়ে।
- ❑ আপনার সুপরামর্শ ও সুচিন্তিত মতামত দিয়ে।
- ❑ অনাথ ও দুস্থ এক বা একাধিক ছাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট খরচ স্পনসর করে।
- ❑ আপনার দেওয়া জাকাত ও এককালীন দান দিয়ে।
- ❑ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে এখলাসের সঙ্গে দোওয়া চেয়ে।

ভদ্রলোক জীবিত হোক আর মৃতই হোক, তার কোনো অমঙ্গল ঘটতে পারে না। — সক্রেটিস

আবাসিক ছাত্রীদের ব্যয়

১।	পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণি প্রতিমাসে	—	২৭০০ টাকা
২।	সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি প্রতিমাসে	—	৩০০০ টাকা
৩।	নবম ও দশম শ্রেণি প্রতিমাসে	—	৩২০০ টাকা
৪।	একাদশ শ্রেণি প্রতিমাসে (বিজ্ঞান)	—	৪৭০০ টাকা
৪।	একাদশ শ্রেণি প্রতিমাসে (কলা)	—	৪২০০ টাকা

আবাসিক ছাত্রীদের ভর্তি ফি ঃ

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণি ঃ

বিভিন্ন ফিজ	৮৩০০.০০ টাকা
এক মাসের হস্টেল চার্জ	২৭০০.০০ টাকা
	মোট - ১১,০০০.০০ টাকা

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি ঃ

বিভিন্ন ফিজ	১০৫০০.০০ টাকা
এক মাসের হস্টেল চার্জ	৩০০০.০০ টাকা
	মোট - ১৩,৫০০.০০ টাকা

নবম ও দশম শ্রেণি ঃ

বিভিন্ন ফিজ	১১৩০০.০০ টাকা
এক মাসের হস্টেল চার্জ	৩২০০.০০ টাকা
	মোট - ১৪,৫০০.০০ টাকা

একাদশ শ্রেণি ঃ

	(কলা)	(বিজ্ঞান)
বিভিন্ন ফিজ	১৫০০০.০০ টাকা	১৭০০০.০০ টাকা
এক মাসের হস্টেল চার্জ	৪২০০.০০ টাকা	৪৭০০.০০ টাকা
	মোট - ১৯,২০০.০০ টাকা	**মোট - ২১,৭০০.০০ টাকা**

যদি ভুল কর তবে তা সংশোধনের জন্য বিলম্ব করো না এবং লজ্জাবোধ ক'রো না। — কনফুসিয়াস

অনাবাসিক ছাত্রীদের ব্যয়

(মাধ্যমিক বিভাগ)

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণি ঃ

বিভিন্ন ফিজ	৪৫০০.০০ টাকা
এক মাসের টিউশন ফি	৫০০.০০ টাকা
	মোট - ৫০০০.০০ টাকা

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি ঃ

বিভিন্ন ফিজ	৫৫০০.০০ টাকা
এক মাসের টিউশন ফি	৬০০.০০ টাকা
	মোট - ৬১০০.০০ টাকা

নবম ও দশম শ্রেণি ঃ

বিভিন্ন ফিজ	৭০০০.০০ টাকা
এক মাসের টিউশন ফি	৭০০.০০ টাকা
	মোট - ৭৭০০.০০ টাকা

অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যয়

(প্রথমিক বিভাগ)

ভর্তির সময় দিতে হবে —

১। নার্সারি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি

বিভিন্ন ফিজ	২০০০.০০ টাকা
এক মাসের টিউশন ফি	২০০.০০ টাকা
	মোট - ২২০০.০০ টাকা

২। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি

বিভিন্ন ফিজ	২৫৫০.০০ টাকা
এক মাসের টিউশন ফি	২৫০.০০ টাকা
	মোট - ২৮০০.০০ টাকা

যার কোন শত্রু নেই, সে নিঃসন্দেহে একজন অকর্মণ্য ব্যক্তি। — এডমণ্ড বার্ক

ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্র

বেগম রোকেয়া অ্যাকাডেমি
শ্রীনগর, চাপড়া, বাঙ্গালঝি, নদিয়া

উলাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়
উলাসী, হাঁসখালি, নদীয়া

ড. এ. পি. জে. আব্দুল কালাম মিশন
পলশুন্ডা, নদিয়া

রসুল্লাপুর উচ্চ বিদ্যালয়,
রসুল্লাপুর, নদিয়া

নাটাবেড়িয়া কে. জি. স্কুল
নাটাবেড়িয়া বাজার, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরগণা।

মিত্রপুর অঞ্চল হাইস্কুল (উঃ মাঃ),
মিত্রপুর, বীরভূম

এইচ. এ. বি. সিনিয়র মাদ্রাসা,
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

রহমানিয়া মিশন,
আমতলা, মুর্শিদাবাদ।

বেস্‌আন্‌নূর মডেল স্কুল,
ফুলবাড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

মাথাভাঙ্গা হাইমাদ্রাসা,
মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার।

বার্ডোয়ান পাবলিক স্কুল, কুসুমগ্রাম, বর্ধমান।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর

বাংলা	১০	ইংরাজী	১০
অঙ্ক	১০	সাধারণ জ্ঞান	১০
মৌখিক	১০	মোট	৫০

প্রশ্নগুলি অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক হবে।
শিক্ষার্থী যে শ্রেণিতে ভর্তি হতে চায় তার পূর্ব বছরের পাঠ্যসূচী অনুসারে পরীক্ষা দেবে।
যেমন ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির পরীক্ষা হবে পঞ্চম শ্রেণির সিলেবাস অনুসারে।

সোসাইটির সদস্যবৃন্দ

১।	মহঃ খাদেমুল ইসলাম	সভাপতি	ফোন - ৯৪৩৪৪৫০৮১২
২।	মোশারফ হোসেন	সহ-সভাপতি	ফোন - ৯৭৩৩৬৪৬০৬৪
৩।	আজীজ মণ্ডল	সম্পাদক	ফোন - ৯১৫৩২১৫৩৪৯
৪।	জয়নাল হাজারকি	সহ-সম্পাদক	ফোন - ৯৭৩২৬৬৭৮৭৭
৫।	রহিম বক্স চৌধুরী	কোষাধ্যক্ষ	ফোন - ৯৭৩২৫৫৯৫৭৯
৬।	রফিক সেখ	সদস্য	ফোন - ৯৭৩২৬৮৬৮৪৪
৭।	আইভি প্রামাণিক	সদস্যা	ফোন - ৯৪৩৪৪৫১০১০

সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র - ২০২০

নদীয়া ঃ -

১) বেগম রোকেয়া অ্যাকাডেমি অফিস - শ্রীনগর চাপড়া, নদীয়া ৭৬০২৮০৭৪২৪
২) আজগর আলী সেখ - ধুবুলিয়া, নদীয়া - ৯৭৩২৫৭৭৬৮৯
৩) আনারুল সেখ - তেঁতুলবেড়িয়া, নদীয়া - ৮৬১৭৫৮৭৫৪৫
৪) মজিবর রহমান - চন্দনপুর, নদীয়া - ৯৬৭৯৩৯১৩৭০
৫) নাজিমা বুক হাউস - নাগাদী, নদীয়া - ৭৩৮৪৩১০১৮১/৯০৬৪৩৫৯২৭৩
৬) স্টুডেন্ট বুক হাউস - পলশুণ্ডা, নদীয়া -৯৭৩৩৫৭৯০২৮
৭) ডাঃ এ. পি. জে. আব্দুল কালাম মিশন - পলশুণ্ডা, নদীয়া - ৯৬০৯১৪০৯৪৫
৮) নিবেদিতা চাইল্ড অ্যাকাডেমি - কুলগাছী, নদীয়া - ৯০৮৩৯৬১২২০
৯) কারী রেজাউল করিম - বীরপুর, নদীয়া - ৯৫৬৪৩৪১০৯৯/৯০৬৪৬৯৭৫৪১
১০) আরফান আলী - দেবগ্রাম, নদীয়া - ৯১৫৩৯৩২৯০৬
১১) শেরআলী শেখ - ধনঞ্জয়পুর, নদীয়া - ৯৬৩৫৮৮৪৮৯০/৬২৯৪০২৯৯৫৪
১২) রেহমান শেখ - পলাশী, নদীয়া - ৯৪৩৪৫৮১৬৭৯
১৩) আব্দুল আজিজ বিশ্বাস - শুভরাজপুর, নদীয়া - ৯১৫৩১৬১৫৯৬/৭৪৭৯০২০০৪০
১৪) আখতারুল হোসেন মল্লিক - থানারপাড়া, নদীয়া - ৯৭৩২৯০৮২৮৬/৯৭৩৪৯৭০০৮৮
১৫) জাগেদী গৃহসামগ্রী - হাগনাগাড়ী, নদীয়া - ৯৭৩৪৮০৬৮৩৯
১৬) ওম্বর আলি বিশ্বাস - শালিগ্রাম, নদীয়া - ৮৫১৪৮৩৩৬৭২
১৭) সৈয়দ মুস্তাফা হালসানা - হাটখোলা, নদীয়া - ৮১০১৪৪২৫৯৮/৬২৯৬০১৮৭৮০
১৮) সাবিনা খাতুন - পণ্ডিতপুর, নদীয়া - ৮৯১৮৬৭৭৬২০/৭০৭৬৩৪৬০০৫
১৯) এনামুল হক গোলদার -উলাশী, নদীয়া - ৯০৯১৪৭৭৪৩৪
২০) সর্দার বুক হাউস - রসুল্লাপুর, নদীয়া - ৯৭৭৫৭৭৮১০১
২১) সালমা টেলার্স, বারুইপাড়া, পলশুন্ডা, নদীয়া - ৯৭৩৩০০৪৮৮৭

মুর্শিদাবাদ ঃ -

২২) আমতলা রহমানিয়া মিশন - আমতলা, মুর্শিদাবাদ - ৯৫৯৩৪৮৮৪২২
২৩) মহঃ রফি আমেদ - লেখাপড়া, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ - ৭০৩১১১৫৪২৭
২৪) আব্দুল্লা এন্টারপ্রাইজ - নিমতিতা, ব্যাংডুবি, মুর্শিদাবাদ - ৯৪৩৪৮৫৩৯৪৭
২৫) উডল্যান্ড (আক্সিস ব্যাঙ্কের বিপরীতে) - কান্দী, মুর্শিদাবাদ
২৬) রায়হানুল হক, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ - ৭০০১১৮৮৭৮০

পূর্ব বর্ধমান ঃ-

২৭) রেজেন আলী শেখ - সাকাটী, পূর্ব বর্ধমান - ৯৪৭৪০২১১০৪
২৮) বার্ডোয়ান পাবলিক স্কুল - কুসুমগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান - ৭৯০৮৫৫০৬৭০
২৯) চিলড্রেন অ্যাকাডেমি - কুসুমগ্রাম - পূর্ব বর্ধমান - ৯৮৩২১৯৫৭৩১

মালদহ ঃ -

৩০) স্টুডেন্ট কর্ণার - রতুয়া, মালদহ - ৯৭৩৩২০৭০৮৮
৩১) সোনালী বুক ডিপো - সুজাপুর, মালদহ - ৯৭৭৪৩৪৭১৭৩
৩২) মণ্ডল বুক ডিপো - মালদহ জে. কে.সান্যাল রোড, মালদহ।

বীরভূম ঃ -

৩৩) চাঁদনী মেডিকেল - মিত্রপুর, বীরভূম - ৯৭৩৩৮৯৯৮৪২/৮৯১৮৮৯৭৯৫৭

৩৪) আলাউদ্দিন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ - বিশোর, বীরভূম - ৮৬৩৭৮৮৫২৩৭

হুগলী ঃ-

৩৫) পাণ্ডুয়া বুক ডিপো - পাণ্ডুয়া, হুগলী - ৯৪৩৪৫০১৮৬৭

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ -

৩৬) লাইফ গার্ড, ডঃ হাবিবুর রহমান - নাটাবেরিয়া বাজার, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরগণা।

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ -

৩৭) নিউ মেডিকেল সেন্টার - ফুলবাড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর - ৯৭৩৩৪৫৭৮৩১

৩৮) কুশমণ্ডি বুক স্টল - কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর - ৯৭৩৩৩৭৬৭৩৯

৩৯) আব্দুল মজিদ সরকার - হজরতপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর - ৬২৯৫৪০৬০৯২/৮২০৭০১৬৩৪১

উত্তর দিনাজপুর ঃ -

৪০) উত্তর দিনাজপুর - ফারুক সেখ, ইসলামপুর, ৯৬৩৫০৬০১৩৭

কোচবিহার ঃ -

৪১) মহবুল আলম (রাহুল) - মাথাভাঙা, কোচবিহার - ৯৭৩৪০৮৩৮২৭

৪২) আব্দুল আলিম - গোলেনাওহাটি, কোচবিহার - ৯৫৪৭৮৬৭৮৩২

৪৩) রিয়াজুল হক - মুন্সিরহাট, কোচবিহার - ৮২৯৩৬৭০৫৩১

৪৪) মতিয়ার রহমান - গোলেনাওহাটি, শীতলকুচি - ৯৯৩২৫১৯৬৬২

৪৫) মুজিবর রহমান - ওকরাবারি, দিনহাটা - ৯৬৩৫০০২৪২৮

৪৬) সাহির আলি আহমেদ - মুন্সিরহাট, দিনহাটা - ৯৮০০১৩৭২২৩

৪৭) ডাবলু হোসেন, বীতালদহ, কোচবিহার - ৮৯৬৭৭৩০০৬৬

জলপাইগুড়ি ঃ -

৪৮) মহঃ আলাউদ্দিন - ছোটো চৌধুরীপাড়া, জলপাইগুড়ি -৯৮৩২৩৬১৯১১

আলিপুরদুয়ার ঃ -

৪৯) নুর হোসেন - মধ্য রাঙ্গালী বাজনা, আলিপুরদুয়ার - ৯৭৩৩১৮৮৮৮২

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

❖ ফর্মের দাম (প্রসপেক্টাস সহ)	ঃ	১০০ টাকা
❖ ফর্ম পাওয়া যাবে	ঃ	১৬.০৮.২০১৯ থেকে ১৫.১০.২০১৯ পর্যন্ত।
❖ ফর্ম জমা দেবার শেষ তারিখ	ঃ	১৮.১০.২০১৯
❖ লিখিত পরীক্ষার তারিখ	ঃ	২০শে অক্টোবর, ২০১৯, দুপুর ১২ টা থেকে ২টা।
❖ পরীক্ষার ফল প্রকাশ	ঃ	২৭শে অক্টোবর, ২০১৯।
❖ সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ভর্তির তারিখ (সকল শ্রেণি)	ঃ	০৩.১১.২০১৯ সকাল ১০ টা হতে।
❖ নতুন শিক্ষাবর্ষে পঠন পাঠন শুরু	ঃ	৬ জানুয়ারি ২০২০ থেকে।
❖ একাদশ শ্রেণির ফর্ম পাওয়া যাবে	ঃ	১লা ফেব্রুয়ারী, ২০২০ থেকে ২৯ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।
❖ একাদশ শ্রেণির ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	ঃ	১ লা মার্চ, ২০২০।
❖ একাদশ শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা	ঃ	৮ই মার্চ, ২০২০।
❖ একাদশ শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ	ঃ	১৫ই মার্চ, ২০২০।
❖ সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ভর্তির তারিখ (একাদশ শ্রেণি)	ঃ	২২শে মার্চ, ২০২০ সকাল ১০ টা হতে।
❖ একাদশ শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু	ঃ	১লা এপ্রিল, ২০২০।

উপদেষ্টা মণ্ডলী

মুখ্য উপদেষ্টা

ডঃ কৃষ্ণগোপাল রায়, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, চাপড়া-বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়।

বিশেষ উপদেষ্টা

মোত্তালেব আলী সরদার, ডাইরেক্টর, মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স, পঃ বঃ সরকার (অবসরপ্রাপ্ত)

এ টি এম রফিকুল হাসান, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সমাজসেবী, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক।

এমদাদুল হক নূর, সম্পাদক, নতুন গতি, কলকাতা।

মীর কাশেম মণ্ডল, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও প্রাক্তন বিধায়ক, চাপড়া।

অন্যান্য উপদেষ্টা

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, চাপড়া ব্লক, চাপড়া, নদিয়া।

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, চাপড়া থানা, চাপড়া, নদিয়া।

ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতাল, চাপড়া, নদিয়া।

সত্যনারায়ণ কর্মকার, জাতীয় শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, চাপড়া, নদিয়া।

নূরউদ্দিন বিশ্বাস, সাহিত্যিক, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, বেলতলা হাই মাদ্রাসা (উঃ মাঃ), নদিয়া।

রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় , অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সাহিত্যসেবী, চাপড়া, নদিয়া।

আবুল হোসেন মণ্ডল, সমাজসেবী, ফুলকলমি, নদিয়া।

রওশন আলী, সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, তেহট্ট ১নং ব্লক, নদিয়া। (অবসরপ্রাপ্ত)

আজহার আলি হালসনা, শিক্ষক ও সমাজসেবী, ইসলামগঞ্জ হাইমাদ্রাসা (উঃ মাঃ), নদিয়া।

হরিদাস বৈরাগ্য, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও সমাজসেবী, মধুপুর হাইস্কুল (উঃ মাঃ), নদিয়া।

আকবর আলী , প্রধান শিক্ষক, বেলতলা হাইমাদ্রাসা (উঃ মাঃ), নদিয়া।

কাজী ফারুক আহমেদ, বক্তা, লেখক ও সমাজসেবী, চাপড়া, নদিয়া।

যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা। — স্বামী বিবেকানন্দ।

সবুজসাথী প্রকল্পে সাইকেল পাওয়ার পর অ্যাকাডেমির ছাত্রীরা

অ্যাকাডেমির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি মূহূর্ত

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অ্যাকাডেমির ছাত্রীরা

অ্যাকাডেমির ভিত্তি প্রস্তরের আবরণ উন্মোচন করছেন মাননীয়া
পাপিয়া সুলতানা,ডি.এস.পি. (ডি.এণ্ড টি), নদীয়া

২৬শে জানুয়ারীতে প্রভাতফেরী

প্রজাতন্ত্র দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন অ্যাকাডেমির সম্পাদক

শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানের একটি অংশ

স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকাকে স্যালুট রত অ্যাকাডেমির ছাত্রীরা